রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, মার্চ ১২, ১৯৯৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮শে ফাল্গুন, ১৪০০/১২ই মার্চ, ১৯৯৪

এস, আর, ও নং ১০৫-আইন/৯৪—Trade Organisations Ordinance, 1961 (XLV of 1961) এর section 23 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, Trade Organisations Rules, 1985 বাতিলক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল:—

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা।—এই বিধিমালা বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "অধ্যাদেশ" অর্থ Trade Organisations Ordinance, 1961 (XLV of 1961);

(খ) "এসোসিয়েশন" অর্থ অধ্যাদেশের section 3(d) তে বর্ণিত এসোসিয়েশন;

(গ) "কার্যনির্বাহী কমিটি" অর্থ অধ্যাদেশের section 2(5) এ সংজ্ঞায়িত "Executive Committee";

(ঘ) "কোম্পানী আইন" অর্থ Companies Act, 1913 (VII of 1913) অথবা কোম্পানী গঠন ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন;

(ঙ) "গ্রুপ" অধ্যাদেশের section 3(f) এ বর্ণিত কোন গ্রুপ;

মূল্য : টাকা ৪.০০

(চ) "চেম্বার" অর্থ অধ্যাদেশের section 2 এর clause (b) তে বর্ণিত কোন চেম্বার অব ইণ্ডাষ্ট্রী এবং clause (c) তে বর্ণিত কোন চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী ;

(ছ) "টাউন এসোসিয়েশন" অর্থ অধ্যাদেশের section 2 (e) তে বর্ণিত টাউন এসোসিয়েশন ;

(জ) "ডাইরেক্টর" অর্থ অধ্যাদেশের section 2(4) এ সংজ্ঞায়িত "Director" ;

(ঝ) "নির্বাচন" অর্থ কার্যনির্বাহী কমিটির বা উহার কোন সদস্যের নির্বাচন;

(ঞ) "ফডারেশন" অর্থ অধ্যাদেশের section 2 (a) তে বর্ণিত ফেডারেশন অব চেম্বারস অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী ;

(ট) "বাণিজ্য সংগঠন" অর্থ অধ্যাদেশের section 2(12) এ সংজ্ঞায়িত "trade organisation" ;

(ঠ) "ব্যক্তি" বলিতে কোম্পানী, অংশীদারী কারবার (Partnership) এবং সংবিধি-বদ্ধ নয় এইরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(ড) "সংঘবিধি" অর্থ অধ্যাদেশের section 2 (3)-তে সংজ্ঞায়িত "articles" ;

(ঢ) "সংঘস্মারক" অর্থ অধ্যাদেশের section 2(8)-এ সংজ্ঞায়িত "memorandum" ।

৩। নূতন বাণিজ্য সংগঠনের লাইসেন্স।—(১) এই বিধিমালা প্রবর্তনের পর গঠিত কোন বাণিজ্য সংগঠন লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য ডাইরেকটরের নিকট তৎকর্তৃক নির্ধারিত ফরমে এবং কোন ফরম নির্ধারিত না থাকিলে সাদা কাগজে উপ-বিধি (২), (৩) এবং (৪) এ উল্লিখিত কাগজপত্রসহ দরখাস্ত করিতে হইবে।

(২) বাণিজ্য সংগঠনের উদ্যোক্তাগণ উহার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া—

(ক) বাংলাদেশ ভিত্তিক সংগঠনের ক্ষেত্রে, অন্ততঃ দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এবং

(খ) অন্যান্য বাণিজ্য সংগঠনের ক্ষেত্রে, একটি স্থানীয় বা আঞ্চলিক পত্রিকায়,

এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন যে, উক্ত সংগঠন গঠনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের একটি সাধারণ সভা বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করিতে এবং বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে ডাইরেকটরের নিকট উক্ত উদ্যোগ সম্পর্কে আপত্তি বা পরামর্শ প্রেরণ করিতে পারেন।

(৩) উপ-বিধি (২) তে উল্লিখিত সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের পর উদ্যোক্তাগণ কোম্পানী আইনের বিধান অনুসারে একটি সংঘস্মারক ও সংঘবিধি প্রণয়ন করিবেন, এবং সংঘবিধিতে এই বিধিমালার বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান থাকিবে।

(৪) প্রস্তাবিত বাণিজ্য সংগঠনের উদ্যোক্তাগণ লাইসেন্সের জন্য দরখাস্তের দুইটি অনুলিপি এবং উক্ত কপির প্রতিটির সহিত তাহাদের দস্তখতকৃত সংঘস্মারক ও সংঘবিধি এর ৩টি করিয়া অনুলিপি উপ-বিধি (২) তে উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি এবং সাধারণ সভার কার্য্য বিবরণীর একটি করিয়া অনুলিপি সংযুক্ত করিবেন।

(৫) লাইসেন্সের দরখাস্ত প্রাপ্তির পর ডাইরেকটর উহার একটি অনুলিপিও সংযুক্ত কাগজপত্র--

(ক) দরখাস্তটি কোন চেম্বার বা এসোসিয়েশনের লাইসেন্সের জন্য দাখিলকৃত হইলে, ফেডারেশনের নিকট প্রেরণ করিবেন; অথবা

(খ) দরখাস্তটি কোন টাউন এসোসিয়েশন বা গ্রুপের লাইসেন্সের জন্য দাখিলকৃত হইলে, সংশ্লিষ্ট জেলার চেম্বার অব কমার্স ইণ্ডাষ্ট্রী এর নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৬) ফেডারেশন বা ক্ষেত্রমত জেলা চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী উক্ত দরখাস্ত ও কাগজ পত্র প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে দরখাস্তটি সম্পর্কে উহার মতামত ডাইরেক্টরের নিকট প্রেরণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সময়ের মধ্যে মতামত প্রেরিত না হইলে লাইসেন্স প্রদানের ব্যাপারে ফেডারেশন বা ক্ষেত্রমত উক্ত চেম্বারের আপত্তি নাই বলিয়া গণ্য হইবে।

(৭) লাইসেন্স প্রদানের বিষয় বিবেচনার জন্য ডাইরেক্টর উদ্যোক্তাগণের নিকট হইতে সংশ্লিষ্ট যে কোন তথ্য বা কাগজপত্র তলব করিতে পারিবেন এবং উপ-বিধি (২) মোতাবেক কোন আপত্তি বা পরামর্শ প্রেরিত হইয়া থাকিলে তাহা বিবেচনা করিবেন।

(৮) দাখিলকৃত দরখাস্ত ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি এবং ফেডারেশন বা ক্ষেত্রমত জেলা চেম্বারের মতামত বিবেচনাক্রমে ডাইরেক্টর, দরখাস্ত প্রাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে, তৎকর্তৃক নির্ধারিত ফরমে সংগঠনের লাইসেন্স প্রদান করিবেন বা লিখিত কারণে দরখাস্তটি বাতিল করিয়া তাহার সিদ্ধান্ত দরখাস্তকারীকে জানাইয়া দিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, দরখাস্তকারী বা তাহার প্রতিনিধিকে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ না দিয়া কোন দরখাস্ত বাতিল করা হইবে না।

(৯) ডাইরেক্টর অধ্যাদেশ ও এই বিধিমালার সহিত সংগতিপূর্ণ যে কোন শর্ত লাইসেন্সে আরোপ করিতে পারিবেন।

(১০) উপ-বিধি (৮) এর অধীন কোন দরখাস্ত বাতিল করা হইলে, দরখাস্তকারী, বাতিল আদেশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন এবং আপীলে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৪। বিদ্যমান বাণিজ্য সংগঠনের লাইসেন্স।—এই বিধিমালা প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান সকল বাণিজ্য সংগঠনের লাইসেন্স, বিধি ২৫ এর বিধান সাপেক্ষে, এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। বাণিজ্য সংগঠনের সদস্য।—(১) যে কোন একক ব্যক্তি (individual), কোম্পানী, অংশীদারী কারবার (partnership firm), বা অন্যবিধ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্পের প্রতিনিধিত্বকারী কোন সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠন, ফেডারেশন ব্যতীত, এর সদস্য হইতে পারিবেন, এবং কোম্পানীর ক্ষেত্রে উহার পরিচালক পরিষদ কর্তৃক এবং অংশীদারী কারবার বা অন্যবিধ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উক্ত কারবার বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্ষমতা

প্রদত্ত যে কোন একক ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনে উক্ত কোম্পানী, কারবার বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন একক ব্যক্তি, কোম্পানী, অংশীদারী কারবার বা অন্যবিধ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্য-কলাপ একাধিক স্থানে পরিচালিত হইলে—

(ক) উক্ত কোম্পানী উহার নিবন্ধিকৃত কার্যালয় যে স্থানে অবস্থিত, এবং উক্ত ব্যক্তি, অংশীদারী কারবার বা প্রতিষ্ঠান উহার বা তাহার প্রধান কার্যালয় বা কর্মস্থল যে স্থানে অবস্থিত, সেই অঞ্চলের শিল্প বা ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিনিধিত্বকারী বাণিজ্য সংগঠনের সদস্য হইবেন ; অথবা

(খ) উক্ত ব্যক্তি, কোম্পানী কারবার বা প্রতিষ্ঠান সমগ্র বাংলাদেশ ভিত্তিতে গঠিত এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসা, বাণিজ্য বা শিল্পের প্রতিনিধিত্বকারী কোন এসোসিয়েশন বা চেম্বার অব ইণ্ডাষ্ট্রীর সদস্য হইবেন।

(২) চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীতে নিম্ন বর্ণিত চার প্রকারের সদস্য থাকিবেন, যথা :—

(ক) সাধারণ সদস্য ;

(খ) সহযোগী সদস্য ;

(গ) গ্রুপ ;

(ঘ) টাউন এসোসিয়েশন।

(৩) টাউন এসোসিয়েশন, গ্রুপ, এসোসিয়েশন এবং চেম্বার অব ইণ্ডাষ্ট্রীতে দুই প্রকারের সদস্য থাকিবেন, যথা :— সাধারণ সদস্য এবং সহযোগী সদস্য।

(৪) ফেডারেশনে নিম্নরূপ দুই প্রকারের সদস্য থাকিবে, যথা :—

(ক) চেম্বার গ্রুপের সদস্য, যাহাতে সকল চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি এবং চেম্বার অব ইণ্ডাষ্ট্রি অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(খ) এসোসিয়েশন গ্রুপের সদস্য, যাহাতে সকল এসোসিয়েশন (বাংলাদেশ ভিত্তিক) অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৬। বাণিজ্য সংগঠনের সদস্যতা বা প্রতিনিধিত্বের জন্য ট্রেড লাইসেন্স, ইত্যাদির আবশ্যকতা।—(১) ফেডারেশন ব্যতীত অন্য যে কোন বাণিজ্য সংগঠনের সদস্য হওয়ার জন্য আবেদনকারী ব্যক্তি হাল নাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের এবং তিনি আয়কর দাতা হইলে পূর্ববর্তী বৎসরের আয়কর প্রদানের রশিদের অনুলিপি দাখিল করিবেন এবং পরবর্তীতে প্রতি বৎসর উক্ত অনুলিপিসমূহ উক্ত সংগঠন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল করিবেন, অন্যথায় তাহার সদস্য পদ বাতিল হইবে।

(২) ফেডারেশনের ক্ষেত্রে, উহার অধিভুক্ত বাণিজ্য সংগঠন বিধি ২২(৯) অনুসারে ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণের পূর্বে, (উক্ত পরিষদের সংশ্লিষ্ট সভা বা কার্যক্রম অনুষ্ঠানের অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্বে) উক্ত প্রতিনিধিগণের তালিকা প্রেরণ করিবে এবং প্রতিনিধিগণ সাধারণ পরিষদের সভা বা অন্যবিধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের নিমিত্ত তাহাদের নিজ নিজ হাল

নাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের এবং তিনি আয়কর দাতা হইয়া থাকিলে পূর্ববর্তী বৎসরের আয়কর প্রদানের রশিদের অনুলিপি ফেডারেশনের কার্য নির্বাহী কমিটির নির্দেশ মোতাবেক দাখিল করিবেন।

৭। কতিপয় ক্ষেত্রে বাণিজ্য সংগঠনের আবশ্যিক সদস্যভুক্তি।—কোন একক ব্যক্তি অংশীদারী কারবার, কোম্পানী বা অন্যবিধ প্রতিষ্ঠান আমদানী রপ্তানী বা অন্য কোন ব্যবসা বাণিজ্যে বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিলে এবং সেই কারণে তিনি বা উহা আয়কর প্রদান করিলে বা তৎকর্তৃক আয়কর প্রদেয় হইলে উক্ত ব্যক্তি, কোম্পানী, কারবার বা প্রতিষ্ঠান বিধি ৫(১) এর শর্তাংশ অনুসারে আবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের সদস্য হইবেন।

৮। বাণিজ্য সংগঠনের অধিভুক্তি।—(১) লাইসেন্স প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে, সফল চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী, এসোসিয়েশন এবং চেম্বার অব ইণ্ডাষ্ট্রী, ফেডারেশনের সংঘবিধি ও সংঘস্মারকের বিধান অনুসারে, ফেডারেশনের সহিত, এবং টাউন এসোসিয়েশন ও গ্রুপ, সংশ্লিষ্ট জেলা চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীর সংঘবিধি অনুসারে, উক্ত চেম্বারের সহিত, অধিভুক্তির জন্য দরখাস্ত করিবে; অন্যথায় খেলাপী বাণিজ্য সংগঠনের লাইসেন্স বাতিল গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধিমালা প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে অধিভুক্ত ছিল এমন কোন বাণিজ্য সংগঠনের ক্ষেত্রে নূতনভাবে অধিভুক্তির প্রয়োজন হইবে না এবং উহারা এই বিধিমালার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে অধিভুক্ত থাকিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন অধিভুক্তির জন্য কোন বাণিজ্য সংগঠন দরখাস্ত দাখিল করিলে, উক্ত দরখাস্ত প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, ফেডারেশন বা ক্ষেত্রমত উক্ত জেলা চেম্বার অধিভুক্তি মঞ্জুর করিবে, অন্যথায় লিখিত কারণে দরখাস্ত বাতিল করিয়া তাহা উক্ত সংগঠনকে জানাইয়া দিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, দরখাস্তকারী সংগঠনকে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ না দিয়া দরখাস্ত বাতিল করা যাইবে না।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীনে কোন দরখাস্ত বাতিল করা হইলে, দরখাস্তকারী বাণিজ্য সংগঠন, বাতিল আদেশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবে এবং আপীলে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(৪) এই বিধি অনুসারে অধিভুক্ত হইলে সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠন ফেডারেশনের বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট জেলা চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীর সদস্য হইবে এবং অতঃপর ফেডারেশন বা উক্ত চেম্বারে সংঘবিধি ও অন্যান্য নিয়মাবলী মানিয়া চলিবে।

৯। বাণিজ্য সংগঠনের ফিস, মর্যাদা ইত্যাদি নির্ধারণ।—(১) প্রতিটি বাণিজ্য সংগঠন, এই বিধির অন্যান্য বিধান অনুসারে ন্যূনতম ফিস ও চাঁদা নির্ধারণ সাপেক্ষে, উহার সদস্যগণ কর্তৃক প্রদেয় প্রয়োজনীয় ভর্তি বা ক্ষেত্রমত অধিভুক্তি ফিস ও বার্ষিক চাঁদা উহার সংঘবিধিতে নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) সফল চেম্বার ও এসোসিয়েশনকে সরকার তিন শ্রেণীর যে কোন একটি যথা:— 'ক', 'খ' বা 'গ' শ্রেণীর বাণিজ্য সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উক্ত সংগঠন

উহার সদস্যগণ কর্তৃক প্রদেয় ন্যূনতম ভর্তি বা ক্ষেত্রমত অধিভুক্তি ফিস এবং বার্ষিক চাঁদা নিম্নবর্ণিত টেবিল অনুসারে ধার্য করিবে :

টেবিল

সদস্য	ন্যূনতম ভর্তি/অধিভুক্তি ফিস			ন্যূনতম বার্ষিক চাঁদা		
	চেম্বার/এসোসিয়েশনের শ্রেণী			চেম্বার/এসোসিয়েশনের শ্রেণী		
	ক	খ	গ	ক	খ	গ
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
(১) সাধারণ সদস্য ..	১০০০	৬০০	৪০০	১০০০	৬০০	৪০০
(২) সহযোগী সদস্য ..	৫০০	৩৫০	২০০	৫০০	৩৫০	২০০
(৩) টাউন এসোসিয়েশন ..	৫০০০	৩০০০	২০০০	৫০০০	৩০০০	২০০০
(৪) গ্রুপ	৫০০০	৩০০০	২০০০	৫০০০	৩০০০	২০০০

ব্যাখ্যা।—কোন টাউন এসোসিয়েশন ও গ্রুপ কোন চেম্বার অব ইণ্ডাষ্ট্রী বা এসোসিয়েশন কোন (বাংলাদেশভিত্তিক) এর সদস্য হইতে পারিবে না।

(৩) কোন টাউন এসোশিয়েশন বা গ্রুপ উহার সদস্যগণের জন্য নিম্নরূপ ভর্তি ফিস ও বার্ষিক চাঁদা নির্ধারণ করিবে :—

	ভর্তি ফিস	বার্ষিক চাঁদা
সাধারণ সদস্য	৩০০ টাকা	৩০০ টাকা
সহযোগী সদস্য	২০০ টাকা	২০০ টাকা

(৪) ফেডারেশন উহার সদস্যগণের জন্য নিম্ন টেবিলে ন্যূনতম অধিভুক্তি ফিস ও বার্ষিক চাঁদা নির্ধারণ করিবে :—

টেবিল

বাণিজ্য সংগঠনের শ্রেণী	ন্যূনতম অধিভুক্তি ফিস (টাকায়)		ন্যূনতম বার্ষিক চাঁদা (টাকায়)	
	চেম্বার	এসোসিয়েশন	চেম্বার	এসোসিয়েশন
ক শ্রেণী ..	৩৫,০০০	২৫,০০০	৩৫,০০০	২৫,০০০
খ শ্রেণী ..	২৫,০০০	১৫,০০০	২৫,০০০	১৫,০০০
গ শ্রেণী ..	১০,০০০	৮,০০০	১০,০০০	৮,০০০

(৫) সরকার ও ফেডারেশন বিভিন্ন শ্রেণীর স্বীকৃত চেম্বার ও এসোসিয়েশন এবং সকল টাউন এসোসিয়েশন ও গ্রুপের তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণ করিবে।

১০। বাণিজ্য সংগঠনের সুবিধাদি :—(১) উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে, কোম্পানী আইনের অধীনে নিবন্ধনকৃত সংগঠনগুলি সরকারের নিকট হইতে নিম্নরূপ সুবিধাদি পাইবার অধিকারী হইবে :—

(ক) ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে উহাদের মতামত সরকারের নিকট পেশ করা ;

(খ) ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান ;

(গ) ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প সম্পর্কিত বিষয়ে বাণিজ্য সংগঠনের তরফ হইতে উত্থাপিত অভিযোগ বা পেশকৃত আবেদন সরকার কর্তৃক বিবেচনা ও অবিলম্বে উহার উত্তর প্রদান ;

(ঘ) ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প সম্পর্কিত বিষয়ে সরকার কর্তৃক জারীকৃত সকল প্রজ্ঞাপন ও সার্কুলারের কপি বিনা খরচে ফেডারেশনকে সরবরাহ করা ;

(ঙ) ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের প্রয়োজনে সাধারণভাবে কোন বিশেষ পণ্যের উৎস, পরিমাণ ও ওজন সম্পর্কে প্রত্যায়নপত্র প্রদান ;

(চ) ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প সম্পর্কে বিদেশে অনুষ্ঠিত সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ বা সম্মেলনে প্রতিনিধি বা পর্যবেক্ষক প্রেরণ ;

(ছ) ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে, সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান সাপেক্ষে, নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহের অনুমতি প্রদান, যথা :—

(অ) আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন ও ওয়ার্কশপ অংশ গ্রহণ ;

(আ) বিদেশে অনুষ্ঠিত বাণিজ্য-মেলা বা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ বা উহাদের আয়োজন ;

(ই) বিদেশে ব্যবসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ;

(ঈ) বিদেশী পরামর্শক ও বিশেষজ্ঞকে পারিশ্রমিক প্রদান।

(২) বিধি ৮ এ উল্লিখিত কোন্ কোন্ শ্রেণীর বাণিজ্য সংগঠন উপরোক্ত সুবিধাদির কোন্ কোন্‌টি পাইবে তাহা সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং এইরূপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে জাতীয় অর্থনীতিতে সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য বা শিল্পে উক্ত সংগঠনের অবদান বিবেচনা করিতে হইবে।

১১। লাইসেন্স বাতিল।—(১) কোন বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ, এই বিধিমালা বা লাইসেন্সের কোন শর্ত বা বিধান লংঘন করিলে উহার লাইসেন্স বাতিল করা যাইবে এবং উক্ত লংঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা সংগঠন অধ্যাদেশের section 18 অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনকে উহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করিবার যুক্তিসংগত সুযোগ না দিয়া উহার লাইসেন্স বাতিল করা যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন লাইসেন্স বাতিল করা হইলে, সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি, বাতিল আদেশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে, গৃহীত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন এবং উক্ত আপীলে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(৩) এই বিধিতে যাহা কিছুই থাকুকনা কেন, এই বিধির অধীনে আপীল করার সময় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বা, লাইসেন্স বাতিলের বিরুদ্ধে আপীল করা হইলে, আপীল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, লাইসেন্স বাতিল আদেশ কার্যকর হইবে না।

১২। বাণিজ্য সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটি।—প্রত্যেক বাণিজ্য সংগঠনের একটি নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি থাকিবে এবং উহার সদস্য-সংখ্যা, ফেডারেশন ব্যতীত অন্যান্য বাণিজ্য সংগঠনের ক্ষেত্রে, উহার সংঘবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৩। ভোটাধিকার।—(১) ফেডারেশন ব্যতীত অন্যান্য বাণিজ্য সংগঠনের সকল সদস্য একটি করিয়া ভোট দিতে পারিবেন, তবে জেলা চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীতে কোন গ্রুপ বা টাউন এসোসিয়েশন সদস্যভুক্ত থাকিলে উক্ত গ্রুপ বা টাউন এসোসিয়েশন একটির অধিক ভোট দিতে পারিবে কি না এবং উক্ত গ্রুপ বা টাউন এসোসিয়েশনের জন্য কোন আসন সংরক্ষিত থাকিবে কি না তৎসম্পর্কে সংঘ বিধিতে বিধান করা যাইবে।

(২) ফেডারেশনের ক্ষেত্রে, উহার সদস্যগণ কর্তৃক প্রদেয় ভোট সংখ্যা বিধি ২২(৯) অনুসারে নির্ধারিত হইবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাচন তারিখের পূর্ববর্তী ১২০ দিনের মধ্যে সদস্য হইয়াছেন বা নির্বাচন তারিখের পূর্ববর্তী ৬০তম দিন পর্যন্ত সংগঠনের প্রাপ্য চাঁদা বকেয়া রাখিয়াছেন এমন কোন সদস্য উক্ত নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন না।

১৪। নির্বাচন বোর্ড ও আপীল বোর্ড।—(১) প্রত্যেক বাণিজ্য সংগঠনের বিদ্যমান কার্যনির্বাহী কমিটি, পরবর্তী কার্যনির্বাহী কমিটির বা ক্ষেত্রমত সংশ্লিষ্ট সদস্য পদের নির্বাচনের জন্য উক্ত নির্বাচনের অন্তত ৯০ দিন পূর্বে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি নির্বাচন বোর্ড এবং তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি নির্বাচন আপীল বোর্ড গঠন করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচন বোর্ডে বা নির্বাচন আপীল বোর্ডে কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্য বা কোন নির্বাচন প্রার্থী বা প্রার্থীর মনোনয়নকারী বা সমর্থনকারী অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।

(২) নির্বাচন বোর্ড ও আপীল বোর্ড এই বিধিমালার বিধান এবং সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য বিধান অনুসারে নির্বাচন পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

১৫। নির্বাচন তফসিল।—(১) নির্বাচন বোর্ড, নির্বাচন তারিখের অন্তত: ৮০ দিন পূর্বে একটি নির্বাচন তফসিল ঘোষণা করিবে, যাহাতে নির্বাচনের জন্য প্রযোজ্য বিভিন্ন স্তরের তারিখসমূহ, এবং অন্তত: পক্ষে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির তারিখসমূহ নির্ধারিত থাকিবে, যথা:—

(ক) প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রকাশের একটি তারিখ, বিধি ১৬(১) অনুসারে;

(খ) প্রাথমিক ভোটার তালিকায় কোন ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্তি বা উহা হইতে কাহারো নাম বর্জনের জন্য আপীল বোর্ডের নিকট আপত্তি দাখিলের তারিখ ও উহা নিষ্পত্তির তারিখ, বিধি ১৬(২) অনুসারে;

(গ) চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ, বিধি ১৬(৩) অনুসারে;

(ঘ) নির্বাচন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ, যাহা নির্বাচন তারিখের অন্তত: ১০ দিন পূর্বের একটি তারিখ হইবে ;

(ঙ) মনোনয়ন পত্র বাছাইয়ের তারিখ ও সময়, এবং বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশের তারিখ ;

(চ) মনোনয়ন পত্র বাতিল সম্পর্কে আপীল বোর্ডের নিকট আপত্তি দাখিলের তারিখ ও উহা নিষ্পত্তির তারিখ, এই বিধি অনুসারে ;

(ছ) বৈধ মনোনীত প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের তারিখ ;

(জ) প্রার্থীতা প্রত্যাহারের তারিখ ;

(ঝ) নিবাচন অনুষ্ঠান, ভোট গণনা ও ফলাফল প্রকাশের তারিখ ;

(ঞ) নির্বাচন ফলাফলের বিরুদ্ধে আপীল বোর্ডের নিকট আপত্তি দাখিলের তারিখ ও উহা নিষ্পত্তির তারিখ, বিধি ১৮(৪) ও (৫) অনুসারে।

(২) নির্বাচন বোর্ড বাণিজ্য সংগঠনের নোটিশ বোর্ডে উক্ত নির্বাচনের নোটিশ ও নির্বাচন তফসিল প্রকাশ করা ছাড়াও প্রতিটি সদস্যের নিকট ডাকযোগে উক্ত নোটিশ ও তফশিল প্রেরণ করিবেন।

(৩) সংঘবিধিতে মনোনয়নপত্রের কোন ফরম নির্ধারিত না থাকিলে নির্বাচন বোর্ড উক্ত ফরম নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি নাই এমন কোন ব্যক্তি নির্বাচন প্রার্থী বা তাহার প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হইতে পারিবেন না।

(৫) মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় প্রার্থী স্বয়ং বা তাহার প্রতিনিধি, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

(৬) নির্বাচন বোর্ড কাহারও মনোনয়নপত্র বাতিল করিলে উপবিধি (১) (ঙ) এর অধীন প্রার্থীগণের তালিকা প্রকাশের তিন দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী আপীল বোর্ডের নিকট লিখিত আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন এবং উক্ত আপত্তি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পক্ষ শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে উহা নিষ্পত্তিক্রমে সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত নির্বাচন বোর্ডকে জানাইয়া দিবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীনে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্বাচন বোর্ড বৈধ প্রার্থীগণের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করিবে।

১৬। ভোটার তালিকা।—(১) বিধি ১৩ অনুসারে ভোট প্রয়োগের অধিকারী সদস্যগণের নামের একটি প্রাথমিক ভোটার তালিকা নির্বাচন তারিখের অন্তত: ৫০ দিন পূর্বে প্রস্তুত করিয়া নির্বাচন বোর্ড বাণিজ্য সংগঠনের অফিসে সকল সদস্যের পরিদর্শনের জন্য অন্তত: তিন দিন উন্মুক্ত রাখিবে।

(২) প্রাথমিক ভোটার তালিকায় কাহারও নাম অন্তর্ভুক্তি বা উহা হইতে বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হইলে উক্ত তালিকা প্রকাশের তারিখ হইতে ছয় দিনের মধ্যে আপীল বোর্ডের নিকট আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে এবং দাখিলকৃত আপত্তি বিবেচনান্তে আপীল বোর্ড সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে আপত্তি-গুলি নিষ্পত্তি করিয়া উহার সিদ্ধান্ত নির্বাচন বোর্ডকে জানাইয়া দিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির তিন দিনের মধ্যে নির্বাচন বোর্ড চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করিবে।

১৭। অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচন।—(১) বিধি ১৫(১)(জ) এর অধীনে প্রার্থীতা প্রত্যাহারের পর যদি দেখা যায় যে, বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা নির্বাচনযোগ্য সদস্য-সংখ্যার সমান বা তদপেক্ষা কম, তাহা হইলে ভোট গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না এবং এইরূপ প্রার্থীগণ নির্বাচিত হইয়াছেন মর্মে ঘোষণা করা হইবে।

(২) বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা নির্বাচনযোগ্য সদস্য-সংখ্যা অপেক্ষা কম হইলে উক্ত ভোটার তালিকার ভিত্তিতে উক্ত নির্বাচন তারিখের পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে বাকী সদস্য পদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হইবে এবং সংগঠনের নোটিশ বোর্ডে নূতন নির্বাচন তফসিল ঘোষণা করিতে হইবে এবং এই ক্ষেত্রে বিধি ১৫ (১) এ উল্লিখিত সময়সীমা প্রযোজ্য হইবে না।

১৮। প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচন পদ্ধতি।—(১) বিধি ১৫ (১) (জ) এর অধীনে প্রার্থীতা প্রত্যাহারের পর যদি প্রার্থীর সংখ্যা নির্বাচনযোগ্য সদস্য-সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রদেয় ভোট গোপন ব্যালটের মাধ্যমে গৃহীত হইবে।

(২) সংঘবিধিতে নির্ধারিত না থাকিলে নির্বাচন বোর্ড ব্যালট পত্রের ফরম নির্বাচন করিতে পারিবে।

(৩) সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত প্রার্থীগণকে নির্বাচিত ঘোষণা করিতে হইবে এবং কোন ক্ষেত্রে উক্ত সর্বোচ্চ ভোট সমান হইলে লটারীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রার্থীকে বাছাই করিয়া নির্বাচিত ঘোষণা করিতে হইবে এবং নির্বাচনের ফলাফল, বাণিজ্য সংগঠনের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীনে ঘোষিত নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর কোন আপত্তি থাকিলে তিনি উক্ত ফলাফল প্রকাশের তিন দিনের মধ্যে নির্বাচন আপীল বোর্ডের নিকট আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৫) অনুসারে কোন আপত্তি দাখিল করা হইলে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখের পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষকে শুনানীর সুযোগ দিয়া উক্ত আপত্তি নিষ্পত্তি করতঃ আপীল বোর্ড উহার সিদ্ধান্ত নির্বাচন বোর্ডকে জানাইয়া দিবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) অনুসারে নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক ইতিপূর্বে প্রকাশিত ফলাফল সংশোধন করার প্রয়োজন হইলে নির্বাচন বোর্ড অবিলম্বে উক্ত ফলাফল সংশোধিত আকারে প্রকাশ করিবে।

১৯। প্রক্সির মাধ্যমে ভোটদান নিষিদ্ধ।—সকল বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাচনে ভোটদানের অধিকারী ব্যক্তিগণ ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইয়া ভোট প্রদান করিবেন এবং প্রক্সির মাধ্যমে কোন ভোট দেওয়া যাইবে না।

২০। সাময়িক শূন্যতা। (১) কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্যের মৃত্যু, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে উক্ত সদস্য পদে সাময়িক শূন্যতা দেখা দিলে উক্ত কমিটি, উহার বিবেচনায় উপযুক্ত পদ্ধতিতে, সংগঠনের একজন সদস্যকে উক্ত শূন্য পদে নিযুক্ত করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীনে নিযুক্ত সদস্য বিকল্প-সদস্য হিসাবে অভিহিত হইবেন এবং তিনি যে ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হন সেই ব্যক্তি পুনরায় দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত অথবা, তাহার মৃত্যু হইয়া থাকিলে, তাহার বাকী মেয়াদ পর্যন্ত বহাল থাকিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীনে নির্বাচিত সদস্যের ক্ষেত্রে বিধি ২১(২) বা ২২(২) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

২১। ফেডারেশন ব্যতীত অন্যান্য বাণিজ্য সংগঠনের নির্বাচনের জন্য বিশেষ বিধান।— (১) ফেডারেশন ব্যতীত অন্যান্য বাণিজ্য সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটি, অতঃপর এই বিধিতে কমিটি বলিয়া উল্লিখিত, এর সদস্যগণ, এই বিধির অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, তিন বৎসর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি তিন বৎসর সদস্য থাকিলে তিনি পরবর্তী দুই বৎসর কমিটিতে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।

(৩) উপ-বিধি (৫) এর বিধান সাপেক্ষে, কমিটির এক তৃতীয়াংশ বা উহার নিকটতম সংখ্যক সদস্য প্রতি এক বৎসর অন্তর অবসর গ্রহণ করিবেন এবং তাহাদের অবসর গ্রহণজনিত শূন্য পদ পূরণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) উপ-বিধি (১) বা (২) তে বা ইতিপূর্বে সরকার কর্তৃক জারীকৃত এতদসংক্রান্ত কোন নির্দেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই বিধিমালা প্রবর্তনের সময় বিদ্যমান বাণিজ্য সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণের ক্ষেত্রে, নিম্নরূপ বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে:

(ক) মোট সদস্য-সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ বা উক্ত সংখ্যা ভগ্নাংশবিশিষ্ট হইলে উহার নিকটতম সংখ্যক সদস্য এই বিধিমালা প্রবর্তনের ১২০ তম দিবসে অবসর গ্রহণ করিবেন;

(খ) কমিটিতে সদস্য হিসাবে জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে, যদি প্রযোজ্য হয়, উক্ত সংখ্যা নির্ধারণ করা হইবে এবং একই দিনে দায়িত্বভার গ্রহণের কারণে অবসরগ্রহণের প্রয়োজন হইলে লটারীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অবসর গ্রহণকারী সদস্য নির্ধারিত হইবেন; এই সদস্যগণ পরবর্তী তিন বৎসরের জন্য পুনঃ নির্বাচনযোগ্য হইবেন এবং উক্ত মেয়াদান্তে তাহাদের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (২) প্রযোজ্য হইবে;

(গ) দফা (ক) এর অধীন অবসর গ্রহণকারী সদস্যগণ ব্যতীত, বাকী সদস্যগণের অর্ধেক বা, উক্ত অর্ধেক-সংখ্যা ভগ্নাংশবিশিষ্ট হইলে উহার নিকটতম সংখ্যক সদস্য দফা (ক)তে উল্লিখিত অবসর গ্রহণের তারিখের এক বৎসর পর অবসর গ্রহণ করিবেন এবং প্রয়োজনে উক্ত দফা অনুসারে লটারীর মাধ্যমে অবসর গ্রহণকারী সদস্য নির্ধারিত হইবেন; এই অবসরগ্রহণকারী সদস্যগণ পরবর্তী তিন বৎসরের জন্য পুনঃ নির্বাচনযোগ্য হইবেন, এবং উক্ত মেয়াদান্তে তাহাদের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (২) প্রযোজ্য হইবে;

(ঘ) দফা (খ)তে উল্লিখিত অবসর গ্রহণের তারিখের এক বৎসর পর বাকী এক তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করিবেন এবং তাহারা উপ-বিধি (২) অনুসারে পরবর্তী ২ বৎসর পুনঃ নির্বাচনযোগ্য হইবেন না।

(৫) উপ-বিধি (১) বা (২) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই বিধিমালা প্রবর্তনের পর গঠিত বাণিজ্য সংগঠনের প্রথম কমিটির ক্ষেত্রে নিম্নরূপে বিধান প্রযোজ্য হইবে, যথা :—

(ক) কমিটি গঠনের তৃতীয় বৎসরান্তে এক তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করিবেন এবং সমঝোতার মাধ্যমে অবসর গ্রহণকারী সদস্য নির্ধারণ করা সম্ভব না হইলে লটারীর মাধ্যমে উহা নির্ধারিত হইবে, এবং এইরূপ অবসর গ্রহণকারী সদস্যগণ পরবর্তী তিন বছরের জন্য পুনঃ নির্বাচনযোগ্য হইবেন। এবং তাহাদের কেহ পুনঃনির্বাচিত হইলে উক্ত মেয়াদান্তে তাহার ক্ষেত্রে উপ-বিধি (২) প্রযোজ্য হইবে;

(খ) দফা (ক) এর অধীন অবসরগ্রহণকারী সদস্যগণ ব্যতীত বাকী সদস্যগণের অর্ধেক সদস্য কমিটি গঠনের চতুর্থ বৎসরান্তে অবসরগ্রহণ করিবেন; এবং সমঝোতার মাধ্যমে নির্ধারণ করা সম্ভব না, হইলে লটারীর মাধ্যমে এইরূপ অবসর-গ্রহণকারী সদস্য নির্ধারিত হইবেন এবং তাহারা পরবর্তী তিন বছরের জন্য পুনঃ নির্বাচনযোগ্য হইবেন; তাহাদের কেহ পুনঃ নির্বাচিত হইলে তাহাদের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (২) প্রযোজ্য হইবে;

(গ) দফা (ক) বা (খ) এর অধীন কেহ পুনঃ নির্বাচিত না হইলেও তাহার ক্ষেত্রে উপ-বিধি (২) প্রযোজ্য হইবে;

(ঘ) দফা (ক) এবং (খ) এর অধীন অবসরগ্রহণকারী দুই তৃতীয়াংশ সদস্য ব্যতীত বাকী সদস্যগণ কমিটি গঠনের ষষ্ঠ বৎসরান্তে অবসরগ্রহণ করিবেন এবং উহার পর তাহারা উপ-বিধি (২) অনুসারে পরবর্তী দুই বৎসর পুনঃ নির্বাচন-যোগ্য হইবে না।

(৬) কমিটির সদস্যগণ তাহাদের মধ্যে হইতে উহার সভাপতি, যে নামেই অভিহিত হউক, নির্বাচন করিবেন, তবে কোন সহযোগী সদস্য সভাপতি নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।

২২। ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনের জন্য বিশেষ বিধান।—(১) ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি, অতঃপর এই বিধিতে কমিটি বলিয়া উল্লিখিত, দুই বৎসরের মেয়াদে নির্বাচিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা প্রবর্তনের পর গঠিত কমিটিতে কোন ব্যক্তি একাদিক্রমে দুই মেয়াদের অধিক নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।

(৩) কমিটির নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ফেডারেশনের সদস্যগণ দুইটি গ্রুপে বিভক্ত থাকিবেন, যথা :—

(ক) এসোসিয়েশন গ্রুপ, যাহাতে সকল এসোসিয়েশন অন্তর্ভুক্ত থাকিবে; এবং

(খ) চেম্বার গ্রুপ, যাহাতে সকল চেম্বার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৪) কমিটির সদস্য-সংখ্যা হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক)	সভাপতি	-১
(খ)	সহ-সভাপতি	-১
(গ)	সদস্য	
	চেম্বার গ্রুপ ১৫	-৩০
	এসোসিয়েশন গ্রুপ ১৫	———
	মোট	-৩২

(৫) সভাপতি ও সহ-সভাপতি এমনভাবে নির্বাচিত হইবেন যে, কোন মেয়াদে একটি গ্রুপ হইতে সভাপতি নির্বাচিত হইলে অপর গ্রুপ হইতে সহ-সভাপতি নির্বাচিত হইবেন এবং পরবর্তী মেয়াদে তদ্বিপরীত অবস্থা থাকিতে হইবে।

(৬) কমিটিতে এসোসিয়েশন গ্রুপ এবং চেম্বার গ্রুপের জন্য নির্ধারিত আসনগুলিতে বিভিন্ন শ্রেণীর বাণিজ্য সংগঠন কর্তৃক নির্বাচনযোগ্য সদস্য-সংখ্যা হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

শ্রেণী	এসোসিয়েশন গ্রুপের আসন	চেম্বার গ্রুপের আসন
ক শ্রেণী	৬	৬
খ শ্রেণী	৬	৬
গ শ্রেণী	৩	৩
	১৫	১৫

(৭) উপ-বিধি (৬) অপনুসারে কোন শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত আসন সংখ্যা অপেক্ষা উক্ত শ্রেণীর বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা কম হইলে, উক্ত প্রার্থীগণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত বলিয়া ঘোষিত হইবেন এবং উক্ত শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত বাকী আসনে বা, কোন প্রার্থী মনোনীত না হইলে, সকল আসনে সংশ্লিষ্ট গ্রুপের সকল শ্রেণীর সংগঠন প্রার্থী মনোনীত ও সম্মিলিতভাবে নির্বাচিত করিতে পারিবে এবং এইরূপ প্রার্থী নির্বাচিত হইলে তিনি প্রথমোক্ত শ্রেণীর সংগঠনের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবেন ;

(৮) বিবিধ ৮(৪)এ উল্লিখিত ন্যূনতম অধিভুক্তি ফিস ও ন্যূনতম বার্ষিক চাঁদার ভিত্তিতে বাণিজ্য সংগঠনের শ্রেণী নির্ধারিত হইবে।

(৯) কমিটির নির্বাচন এবং সাধারণ সভাসহ সংঘবিধিতে উল্লিখিত অন্যান্য উদ্দেশ্যে ফেডারেশনের সদস্যভুক্ত প্রতিটি বাণিজ্য সংগঠন হইতে প্রেরিত নিম্নোক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি সাধারণ পরিষদ গঠিত হইবে :—

শ্রেণী	এসোসিয়েশনের প্রতিনিধির সংখ্যা	চেম্বারের প্রতিনিধির সংখ্যা
ক শ্রেণী	৫	৬
খ শ্রেণী	৩	৪
গ শ্রেণী	২	২

(১০) সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের শ্রেণী নির্বিশেষে, উপ-বিধি(৯) এ উল্লিখিত প্রত্যেক প্রতিনিধি—

(ক) তিনি এসোসিয়েশন গ্রুপের কোন প্রতিনিধি হইলে, উক্ত গ্রুপের জন্য নির্ধারিত ১৫ আসনে নির্বাচনের জন্য ভোট দিতে পারিবেন ;

(খ) তিনি চেম্বার গ্রুপের প্রতিনিধি হইলে, উক্ত গ্রুপের জন্য নির্ধারিত ১৫টি আসনে নির্বাচনের জন্য ভোট দিতে পারিবেন ;

(গ) বিধি ২২(৫) এর বিধান অনুসারে সভাপতি বা ক্ষেত্রমত সহ-সভাপতি নির্বাচনের জন্য ভোট দিতে পারিবেন।

২৩। নির্বাচনের জন্য অতিরিক্ত বিধান।—কোন বাণিজ্য সংগঠন উহার নির্বাচন পরিচালনার প্রয়োজনে বিধি ১০ হইতে ২২ এর বর্ণিত বিধানাবলীর অতিরিক্ত বিধান উহার সংঘবিধিতে রাখিতে পারিবে, তবে এই অতিরিক্ত বিধান উক্ত বিধিসমূহের সহিত অসংগতিপূর্ণ হওয়া চলিবে না।

২৪। বাণিজ্য সংগঠনের তালিকা প্রণয়ন, সাধারণ সভা, নির্বাচন ইত্যাদির প্রতিবেদন।—(১) ডাইরেক্টর ও ফেডারেশন সকল লাইসেন্সপ্রাপ্ত বাণিজ্য সংগঠনের তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণ করিবে।

(২) প্রতিটি বাণিজ্য সংগঠন ডাইরেক্টর ও ফেডারেশনের নিকট নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র প্রেরণ করিবে, যথা :

(ক) কোম্পানী আইনের বিধান অনুসারে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপিত কার্য-নির্বাহী কমিটির বার্ষিক প্রতিবেদন, উহার আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং নিরীক্ষিত বালান্সশীটের একটি করিয়া কপি, যাহা উক্ত সভা অনুষ্ঠানের ৩০ দিনের মধ্যে প্রেরণ করিতে হইবে;

(খ) এই বিধিমালার অধীনে অনুষ্ঠিত প্রতিটি নির্বাচন সম্পর্কিত প্রতিবেদনের কপি, যাহা উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৩০ দিনের মধ্যে প্রেরণ করিতে হইবে।

২৫। বিদ্যমান বাণিজ্য সংগঠন সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।—(১) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই বিধিমালা প্রবর্তনের সময় বিদ্যমান সকল বাণিজ্য সংগঠন, উক্ত প্রবর্তনের ১২০ দিনের মধ্যে, উহার সংঘবিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া উহাকে এই বিধিমালার বিধানাবলীর সহিত সংগতিপূর্ণ করিবে এবং সংশোধিত সংঘবিধির একটি কপি ডাইরেক্টরের নিকট উক্ত সময়সীমার মধ্যে দাখিল করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সময়সীমার মধ্যেকোন বাণিজ্য সংগঠন উহার সংঘবিধি উক্তরূপে সংশোধিত না করিলেও, উক্ত বাণিজ্য সংগঠনের কার্যকলাপের ক্ষেত্রে এ বিধিমালার যতটুকু প্রযোজ্য হয় ততটুকু উক্ত সংঘবিধিতে উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার সংগে সংগে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপে অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য বিধানগুলি সংঘবিধির অন্যান্য বিধানের উপর প্রাধান্য লাভ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধান বাস্তবায়নের জন্য ডাইরেক্টর সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৩) কোন বাণিজ্য সংগঠনের সংঘবিধি অনুসারে উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইলে,উহা উক্ত সময়সীমার পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে সংশোধিত বা সংশোধিত বলিয়া গণ্য সংঘবিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত হইবে এবং উক্ত ৬০ দিন পর্যন্ত ফেডারেশনের বাণিজ্য সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটি, যদি প্রযোজ্য হয়, এবং অন্যান্য বাণিজ্য সংগঠনের সংশ্লিষ্ট সদস্যগণ বহাল থাকিবেন।

(৪) এই বিধিমালা প্রবর্তনের সময় বিদ্যমান কোন বাণিজ্য সংগঠন উহার সদস্যগণের জন্য বিধি ৯তে উল্লিখিত ভর্তি ফিস বা ক্ষেত্রমত অধিভুক্তি ফিস ও বার্ষিক চাঁদা নির্ধারণ করিয়া সংঘবিধি সংশোধন করিলে উহার বিদ্যমান সদস্যগণকে অতিরিক্ত ভর্তি ফিস বা অধিভুক্তি ফিস প্রদানের প্রয়োজন হইবে না, তবে এই বিধিমালার অধীন অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর সদস্য হিসাবে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে সংশোধিত বার্ষিক চাঁদা বা ক্ষেত্রমত ইতিপূর্বে পরিশোধিত চাঁদার অতিরিক্ত চাঁদা পরিশোধ করিতে হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দীপক কুমার গাহা
উপ-সচিব।

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।